তারিখ ...28 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩...

দৈনিক
ইত্তেফাক

সম্পাদকীয়

প্রাথমিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মুখে গুরুতর চ্যালেঞ্জ ছিল তিনটি। প্রথমত, শতভাগ শিশুর স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করা; দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়ার হার হ্রাস করা এবং তৃতীয়ত, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, প্রায় জন্মলগ্ন হইতে বাংলাদেশ ইহাদের পিছু ধাওয়া করিতেছে। সাম্প্রতিক কালে আশাব্যঞ্জক সাফল্যও আসিয়াছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। বিশেষ করিয়া শতভাগ শিশুর স্কুলে উপস্থিতি লইয়া নীতিনির্ধারকদের উদ্বেগ ইতোমধ্যেই দূরীভূত হইয়াছে অনেকাংশে। সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যটি অর্জিত হইয়াছে মেয়েশিশুদের স্কুলে আনার ক্ষেত্রে। মেয়ে-শিক্ষার্থীরা এখন ক্ষেত্রবিশেষে ছেলে-শিক্ষার্থীদেরও ছাড়াইয়া যাইতেছে। অনন্য এই অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্মাননাও পাইয়াছেন—যাহার যথার্থতা প্রশ্নাতীত। নোবেলবিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনসহ অনেকেই বাংলাদেশের এই অর্জনের অকুণ্ঠ প্রশংসাও করিয়াছেন। কিন্তু এখনও আমাদের গলার কাঁটা হইয়া আছে অবশিষ্ট দুইটি চ্যালেঞ্জ।

সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিবার আগেই ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনেস্কোর 'সবার জন্য শিক্ষা জাতীয় পর্যালোচনা বাংলাদেশ ২০১৫' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। সত্য যে, ঝরিয়া পড়ার হার আগের তুলনায় কমিয়াছে। তথাপি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি অর্জনে আমাদের ব্যাপক সাফল্যের প্রেক্ষাপটে ঝরিয়া পড়ার এই বর্তমান হারকে স্বস্তিদায়ক বলা যাইবে না। ঝরিয়া পড়ার অন্যতম মুখ্য কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে বিদ্যমান শিক্ষাপদ্ধতিকে। ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক। তবে এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক একটি মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, বইয়ের ভারে শিশুরা ন্যুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষার সহিত আনন্দের যোগ নাই বলিলেই চলে। প্রায় শতবর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করিয়াছিলেন তাঁহার নোবেল বক্তৃতাসহ একাধিক রচনায়।

বস্তুত প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়ার এই চ্যালেঞ্জ মূলগতভাবে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করিবার চ্যালেঞ্জ হইতে ভিন্ন কিছু নহে। প্রাথমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা গেলে ঝরিয়া পড়ার হার যে অনেকটাই কমিয়া আসিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে দারিদ্র্য নামক ডুবোপাহাড়টির কথাও মাথায় রাখিতে হইবে সার্বক্ষণিকভাবে। শুধু পরিবারের অন্ন জোগাইতে গিয়া যে বহু শিশুকে নিভৃতে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়—এই সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কোনো বাবা-মা-ই এখন পারতপক্ষে তাহার সন্তানকে শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাহেন না। সাম্প্রতিক কালে ইহা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন। কিন্তু দারিদ্র্য এখনও তাহাদের পথরোধ করিয়া আছে। অতএব, সফলভাবে প্রাথমিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করিতে হইলে যুগপৎ দারিদ্র্যকেও পরাস্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।